দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় বিট পুলিশিং কার্যক্রম উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি; নিরাপদ সমাজ গড়ি” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্তভুক্ত দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের আয়োজনে উপজেলার ০৩ নং ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার (১৯ আগস্ট) সকাল ১২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় প্রাঙ্গণে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা, জীবননগর, সিনিয়র সহকারী সার্কেল পুলিশ সুপার মোঃ আবু রাসেল।

এসময় প্রধান অতিথি সিনিয়র সহকারী সার্কেল পুলিশ সুপার মোঃ আবু রাসেল বলেন, দ্রুত সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বিট পুলিশিং। পারিবারিক ও সামাজিক পরিম-লে যে সমস্যাগুলো আপনারা সমাধান করতে পারছেন না তা বিট পুলিশিংয়ের মাধ্যমে আপনারা আইনগত ভিত্তির মধ্যে চলে এসে দ্রুত সমাধান পাবেন। দামুড়হুদা থানাকে ০ ৬ টি ইউনিয়নকে ৬ টি বিটে ভাগ করা হয়েছে।

প্রতিটি বিটের বিট অফিসার একজন এসআই। উনার সাথে থাকবেন একাধিক এসএসআই ও দুজন কনস্টেবল। কমিউনিটি পুলিশিংয়ের সাথে কিছু মানুষকে জুড়ে দিয়ে কাজ করা হয়েছিলো উল্লেখ করে তিনি বলেন, কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমের সাথে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের কোনো সাংঘর্ষিক বিষয় নেই। বিট পুলিশিংয়ের একটি আইনগত ফ্রেমের মধ্যে আনা হয়েছে এবং পুলিশই কাজটি করবে। ছোটখাটো সমস্যাগুলো যাতে আপনারা বিটের মাধ্যমে সহজেই সমাধান পেতে পারেন। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে কোথায় যাবেন? কিভাবে যাবেন? কিভাবে প্রতিকার পাবেন? তা অনেকে জানেন না।

বিভিন্ন স্থানে ছুটাছুটি করতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়েন অনেকে। এখন আর ছুটাছটি করতে হবে না। বিটের মাধ্যমে এসব পরামর্শ ও সমস্যার সমাধান করা হবে। বিট পুলিশিংয়ের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, বর্তমান আইজিপি মহোদয় উঁনি যখন ডিএমপি কমিশনার ছিলেন তখন তিনি ডিএমপি এলাকায় বিট পুলিশিং কার্যক্রম খুব জোরেশোরে চালু করেছিলেন। এটার ভালো ফল পাওয়া গিয়েছিলো। উঁনি চান এ ধারণা শুধু

ডিএমপিতে না রেখে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে। এর অনেক সুফল আছে।

দামুড়হুদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুল খালেক বলেন, অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ জনগণকে পুলিশের সেবা নিতে অনেক পথ অতিক্রম করে থানায় যেতে হয়। পুলিশের সেবা এখন জনগণের দোরগোড়ায়। দ্রুত যেকোনো ধরনের পাওয়া যাবে। তিনি আরও বলেন, সমাজকে মাদকমুক্ত করতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা এখন অনেকটা মাদকমুক্ত হয়েছে।

আমরা মাদক নিয়ন্ত্রণে কিট নিয়ে আসছি। প্রথমে পুলিশকে পরীক্ষা করা হবে। কোনো পুলিশ সদস্য মাদকাসক্তের তালিকায় আসলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি পুলিশের সহযোগিতা করার আহ্বান রেখে আরও বলেন, আপনাদের সহযোগিতা চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম স্যার চুয়াডাঙ্গা জেলাকে মাদকমুক্ত করবো।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুল খালেক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিক-উর রহমান, এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্ট।

আরও উপস্হিত কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ, যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস, আওয়ামী লীগ নেতা মখলেসুর রহমান রিপন,রবিউল হোসেন শুকলাল,আব্দুল কাদের বিশ্বাস,আব্দুল করিম, আলাউদ্দিন, লুৎফর রহমান, সহিদুল হক, শ্রমিক নেতা জামাত আলী, দামুড়হুদা উপজেলা শ্রমিকলীগ যুগ্ম- আহবায়ক শওকত আলী,কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি, সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ, যুগ্ম সম্পাদক শরিফ রতন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাংবাদিক মেহেদী হাসান মিলন, দপ্তর সম্পাদক বখতিয়ার বকুল, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক শফিউদ্দিন বাবু, যুবলীগ নেতা আবু জাফর, যুবলীগ নেতা বিল্লাল হোসেন, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা, সাধারণ সম্পাদক সানাউল কবির শিরিন, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দামুড়হুদা থানার সকল পুলিশ সদস্যবৃন্দসহ কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন সকল গ্রাম পুলিশ সদস্যবৃন্দসহ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্র তিনি বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধসহ জাতির ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, আপনারা পেছনের দিকে নিশ্চয় তাকিয়ে দেখবেন।

আজকের বাংলাদেশের উন্নয়নের পেছনে অনেক অবদান সকলের। কিন্তু একটি চক্র বোমা মেরে, মানুষ পুড়িয়ে আন্দোলনের নামে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিলো তা কারো জন্য কাম্য নয়। আপনি যে দলেরই হোন না কেন এ ধরনের ন্যাক্কারজনক কাজ নিশ্চয়ই কেউ সমর্থন করবেন না। সেই অপরাধ কাজ থেকে সবাইকে বের হয়ে আসতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে স্বাধনীতা বিরোধী শক্তি জামায়াত শিবির আলবদর তারা কিন্তু অপরাধমূলক কাজ থেকে বেরিয়ে আসেনি।

এ আগস্ট মাসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন হামলার পরিকল্পনা করা হয়। বিশেষ করে জঙ্গি কার্যক্রম। কিন্তু পুলিশের ভূমিকায় জঙ্গি দমন করতে সক্ষম হয়েছে আমরা। পুলিশের সক্ষমতাও বৃদ্ধি হয়েছে। জঙ্গি সংগঠনগুলো যাতে আবারও এসব কাজ করে দেশকে পিছিয়ে নিতে না পারে সেদিকে সবাইকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় সবজি চাষে পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যদের সাফল্য

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার পুলিশ ফাঁড়িতে সবজি চাষে পুলিশ সদস্যদের সাফল্য এসেছে। কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে পতিত জমিতে মৌসুমি সবজির চাষে সফলতা পেয়েছেন পুলিশ সদস্যরা। আর চাষ করা এসব সবজি দিয়েই চাহিদা মিটছে তাদের।

কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ির আইসি এসআই আতিকুর রহমান জুয়েল বলেন, অন্যান্য পুলিশ সদস্যদের নিয়ে চাষ করেছি বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি। এমন উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন অন্য পুলিশ সদস্যরা।

পুলিশের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি চাষ করা সবজির পরিচর্যাও করে থাকি আমরা।

মূলত ফাঁড়ির পতিত জমিকে সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য সবজির চাষকে বেছে নেওয়া হয়। এছাড়াও চাষ করা বিষমুক্ত সবজি পুলিশ সদস্যদের পুষ্টির চাহিদাও পূরণ করছে। যখন যে সুযোগ পাচ্ছি ঠিক তখনই এই সবজির বাগানের পরিচর্যায় সময় দিচ্ছি। আর বাগানটি দেখভাল করে থাকে আবু তালেব। তিনি বাগানে প্রচুর সময় দেই। সঠিকভাবে পরিচর্যা করার কারণে ফলনও বেশ ভালো হয়েছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ফাঁড়িতে সুসজ্জিত সবজির বাগানের বিভিন্ন অংশে চাষ করা হয়েছে পেঁপে, বেগুন, ঢেঁড়স, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, ঝাল, লেবু, লালশাক, কলমিশাকসহ নানা রকমের শাক-সবজির। নিয়মিত পরিচর্যা করার ফলে এসব সবজির ফলন বেশ ভালো হয়েছে।

সময় অনুযায়ী বিভিন্ন পুলিশ সদস্য এই সবজির বাগান পরিচর্যা করে থাকেন। এ বাগানে সব মিলিয়ে প্রায় ১৫ ধরণের সবজির চাষ রয়েছে। এএসআই রওশন আলী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক কোন স্থান যাতে পতিত না থাকে সেই চিন্তা থেকেই ফাঁড়ির পতিত জমিতে শাক-সবজির চাষ করার উদ্যোগ নিয়েছি আমরা।

আমাদের সুবিধামতো সময়ে চাষ করা সবজিগুলোর পরিচর্যা করে থাকি। এখানকার উৎপাদিত সবজি আমাদের ম্যাচে রাস্তা হয়ে থাকে। এসব সবজি চাষের ব্যাপারে কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। মূলত ফাঁড়িতে এসআই মেজবাহুর রহমান থাকা কালিন সময়ে তিনি এই শাক – সবজি চাষের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তার প্রচেষ্টায় এই বাগানটি হয়েছে।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ৪৫তম জাতীয় শোক দিবস

পালন

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস মহান স্বাধীনতার স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠান করা হয়।

শনিবার ১৫ শে আগস্ট সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আ. লীগের দলীয় কার্যালয় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিক-উর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্ট।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সহিদুল হক, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ, যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস আওয়ামী লীগ নেতা মখলেসুর রহমান রিপন, রবিউল হোসেন শুকলাল, আব্দুল কাদের বিশ্বাস, আব্দুল করিম, আলাউদ্দিন, লুৎফর রহমান, আমিনুল ইসলাম ফুরুই, ডা. রবিউল হক, নাসির উদ্দিন, শওকত আলী, লিয়াকত আলী, আব্দুস সবুর, সহিদুল ইসলাম,

মিন্টু বিশ্বাস, সিরাজুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, আব্দুস সালাম, ফকির মোহাম্মদ শেখ, আশরাফ আলী, আলাল হোসেন, কিতাব আলী, সহিদুল হক, শ্রমিক নেতা জামাত আলী, দামুড়হুদা উপজেলা শ্রমিকলীগ যুগ্ম-আহবায়ক শওকত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি, সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ, যুগ্ম সম্পাদক শরিফ রতন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাংবাদিক মেহেদী হাসান মিলন, দপ্তর সম্পাদক বখতিয়ার বকুল,

অর্থ বিষয়ক সম্পাদক শফিউদ্দিন বাবু, যুবলীগ নেতা আবু জাফর, ধর্ম বিযয়ক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন,আক্তার, জাহাঙ্গীর, লিটন, ফারুক, বিল্লাল, রতন, তারিকুল, আলমগীর, সাজন, ফারুক, জিয়ার, ওমিদুল, মুকুল ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা, সাধারণ

সম্পাদক সানাউল কবির শিরিন, লিমন, সালাউদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদার বাঘাডাঙ্গার রাজকুমার নৌকা তৈরি করে স্বাবলম্বী

পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য বজায় রাখতে যুগ-যুগ ধরে নৌকা তৈরিতে কর্মব্যস্ত সময় পার করছেন দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের বাঘাডাঙ্গা গ্রামের মৃত টরেন মন্ডলের ছেলে রাজকুমার। নিজের কারখানায় দিন-রাত পরিশ্রম করে এ ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছল হয়েছেন তিনি।

সরেজমিনে কার্পাসডাঙ্গা বাজারের কারখানায় দেখা যায় নৌকা তৈরির কারিগর রাজকুমার ব্যস্ত সময় পার করছেন। তিনি এ শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। মূলত তারা পেশা কাঠ মিস্ত্রি।

শুকনো মৌসুমের ৬ মাস তিনি বাজারে নিজের কারখানায় আসবাব পত্রসহ কাঠের জিনিষ নির্মাণে ব্যস্ত থাকেন। নৌকা তৈরীর কারিগর রাজকুমার জানান, বর্ষা মৌসুমে বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে আমি নৌকা তৈরি করি। দিন-রাত পরিশ্রম করে মৌসুমে ১৫ থেকে ২০ টা নৌকা তৈরি করি। আমি ৮ বছর বয়স থেকে আমার বাবার সাথে নৌকা তৈরির কাজ করতাম। আমার বাবার কাছেই এই কাজ শিখেছি। প্রায় ৪০ বছরের উপরে এই কাজে জড়িত।

একটা নৌকা তৈরি করে ৭ হাজার টাকা থেকে ৯ হাজার পর্যন্ত নিয়ে থাকি। এই কাজ করে মোটামুটিভাবে সংসারে সচ্ছলতা এসেছে। তিনি আরও জানান, বেসরকারী বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে গাছ ক্রয় করি। কিন্তু এনজিওর কিস্তি গুনতে হয় প্রতি সপ্তাহে। তাই সরকারি ও বেসরকারি ভাবে সুদমুক্ত ও সহজ শর্তে ঋণ পেলে এ শিল্পটিকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

করোনায় আক্রান্ত

চুয়াডাঙ্গায় নতুন করে আরও ২০ জন করোনা রোগী সনাক্ত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এ তথ্য নিশ্চিত করেন চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান।
এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত হলেন ৪৯০ জন।

নতুন ২০ জনের মধ্যে সদরে ১৪ (রেল পাড়া-১, দৌলতদিয়াড় আলোকদিয়া- ১, বিদ্যুৎ অফিস-২, ফেরীঘাট রোড-১, হক পাড়া-১, বাজার পাড়া-১, বড় বাজার পাড়া-২, কোর্ট পাড়া-১, ফার্ম পাড়া-৩, মল্লিক পাড়া-১) জন।

আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৩ (রথতলা-২, ক্যানাল পাড়া-১) ও দামুড়হুদা উপজেলায় ৩ (ইসলাম বাজার দর্শনা-০১, মাদ্রাসা পাড়া-০১, উজিরপুর-০১, লোকনাথপুর হাউলি-০১) জন।
এ ছাড়াও ফলোআপ পজেটিভ এসেছে ১টি। তিনি হলেন দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুরের।

চুয়াডাঙ্গার কার্পাসডাঙ্গায় বজ্রপাতে এক কলেজ ছাত্রের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের আরামডাঙ্গা গ্রামের মাঠে গত মঙ্গলবার রাতে বজ্রপাতে মৃত কলেজ ছাত্র জাশিদুল ইসলাম (২৫) এর মরদেহ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

আজ বুধবার (২২ জুলাই) সকালে গ্রামের শিতল চরা মাঠ থেকে তার ঝলসানো মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত জাশিদুল ইসলাম আরামডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল ওহাব শেখের ছেলে ও দামুড়হুদা ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

স্থানীয়রা জানায়, জাশিদুল মঙ্গলবার সন্ধায় বৃষ্টির সময় গ্রামের পর্শ্ববর্তী শিতল চারা মাঠের বিলে মাছ ধরতে যায়। এরপর সে বাড়ি না

ফিরলে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। তারা কোনো সন্ধান না পেয়ে ওই রাতেই দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে জানায়। পুলিশ গ্রামের বিভিন্ন মাঠে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান পায়নি।

আজ বুধবার সকালে স্থানীয়রা মাঠে কৃষিকাজ করতে গিয়ে শিতলচরা মাঠের বিলের ধারে জাশিদুলের ঝলসানো মরদেহ দেখে গ্রামে খবর দিলে তারা মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মেজবাহুর রহমান জানান, পরিবারের লোকজন নিখোঁজের খবর দেওয়ার পর আমরা সারারাত মাঠে খোঁজাখুঁজি করেছি কিন্তু রাতে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজ বুধবার সকালে স্থানীয়রা মাঠে কৃষিকাজ করতে গিয়ে তার ঝলসানো মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে। মঙ্গলবার রাতেই বজ্রপাতে তার মৃতু হয়েছে বলে তিনি জানান।

কার্পাসডাঙ্গায় তিন প্রতিষ্ঠানে ৫৭ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ৩ প্রতিষ্ঠানে ৫৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

রবিবার জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর সার্বিক নির্দেশনা এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক এর তত্ত্বাবধানে চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ এর নেতৃত্বে দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মেসার্স হারুন স্টোর থেকে জব্দ করা হয় বিপুল পরিমাণ নকল দেশি-বিদেশি তেল ও অন্যান্য কসমেটিকস।

এছাড়াও রয়েছে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্যের উপর নতুন করে মেয়াদ বাড়িয়ে লেখা পণ্য। দোকানদার নিজেও জানেন এগুলো নকল ও মেয়াদ উত্তীর্ণ।

তারপরও তিনি ভোক্তাদের সাথে এভাবে প্রতারণা করে আসছিলেন। ভোক্তা অধিকার বিরোধী এই কার্যের জন্য প্রতিষ্ঠানটির মালিক আহসান হাবিবকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪১ ও ৫১ ধারায় ৫০,০ ০০/- টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় জব্দকৃত মালামাল পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

এসময় মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পণ্য বিক্রয়ের জন্য মেসার্স শীলন স্টোরকে ৩৮,৪৩ ধারায় ১,০০ ০/- টাকা ও কলোনিপাড়ার মেসার্স আর এস বেকারিকে বেকারি পণ্যে অগ্রিম মেয়াদ লেখা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যদ্রব্য তৈরির অপরাধে ৩৭,৪৩ ধারায় ৬,০০ ০/- টাকাসহ ০৩টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৫৭,০০ ০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় উপস্থিত সবাইকে এই করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হয়। নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। জনস্বার্থে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

বড়বলদিয়ায় বিজিবির মাদক বিরোধী অভিযান: ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

উদ্ধারকৃত গাঁজা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিসে জমা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন পরিচালক অধিনায়ক মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান (পিএসসি) গতকাল বুধবার রাত ১১ টার দিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গতকাল বুধবার বিকেল ৫ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনস্থ দর্শনা বিওপির বিশেষ টহল কমান্ডার নায়েক জুলহাস উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার অন্তর্গত সীমান্তবর্তী

বড়বলদিয়া গ্রামের মাঠে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১০ কেজি ভারতীয় গাঁজা আটক করতে সক্ষম হন। তবে এ ঘটনায় কোন চোরাচালানকারীকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

কার্পাসডাঙ্গা পুলিশক্যাম্প ইনচার্জের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ

“বাড়ির বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করি” এ স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই মেজবাহুর রহমান শতাধিক মানুষের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেন।

গতকাল বেলা সাড়ে ১১ টার সময় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ মোড় ও পুলিল ক্যাম্প মোড়ে ভ্যান, পাখিভ্যান, আটো চালক, অটোর যাত্রী ও রাস্তায় চলাচলরত সাধারণ মানুষের মুখে মাস্ক পরিয়ে দেন।

দীর্ঘ লকডাউনের পর সরকার লকডাউন উঠিয়ে নিলে ও প্রশাসনের নজরদারি শিথিল হলে সাধারণ জনতা আর করোনাভাইরাসকে কিছুই মনে করছেনা। সড়কে যানবাহন চলাচল ও বাজারের দোকান খোলা থাকায় স্বাভাবিক হয়ে পড়ছে মানুষের জীবনযাত্রা।

সরকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও বাড়ির বাইরে বের হলে মুখে মাস্ক পরার কথা প্রচার করলেও কেউ মানছে না এ আচরণবিধি। দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের হার বাড়লেও মুখে মাস্ক পরতে অনিহা মানুষের। রাস্তায় চলাচলরত ৯৫% ভাগ মানুষেরই মাস্ক নেই।